চৈতালী চিত্র প্র
অভিযাত্রী

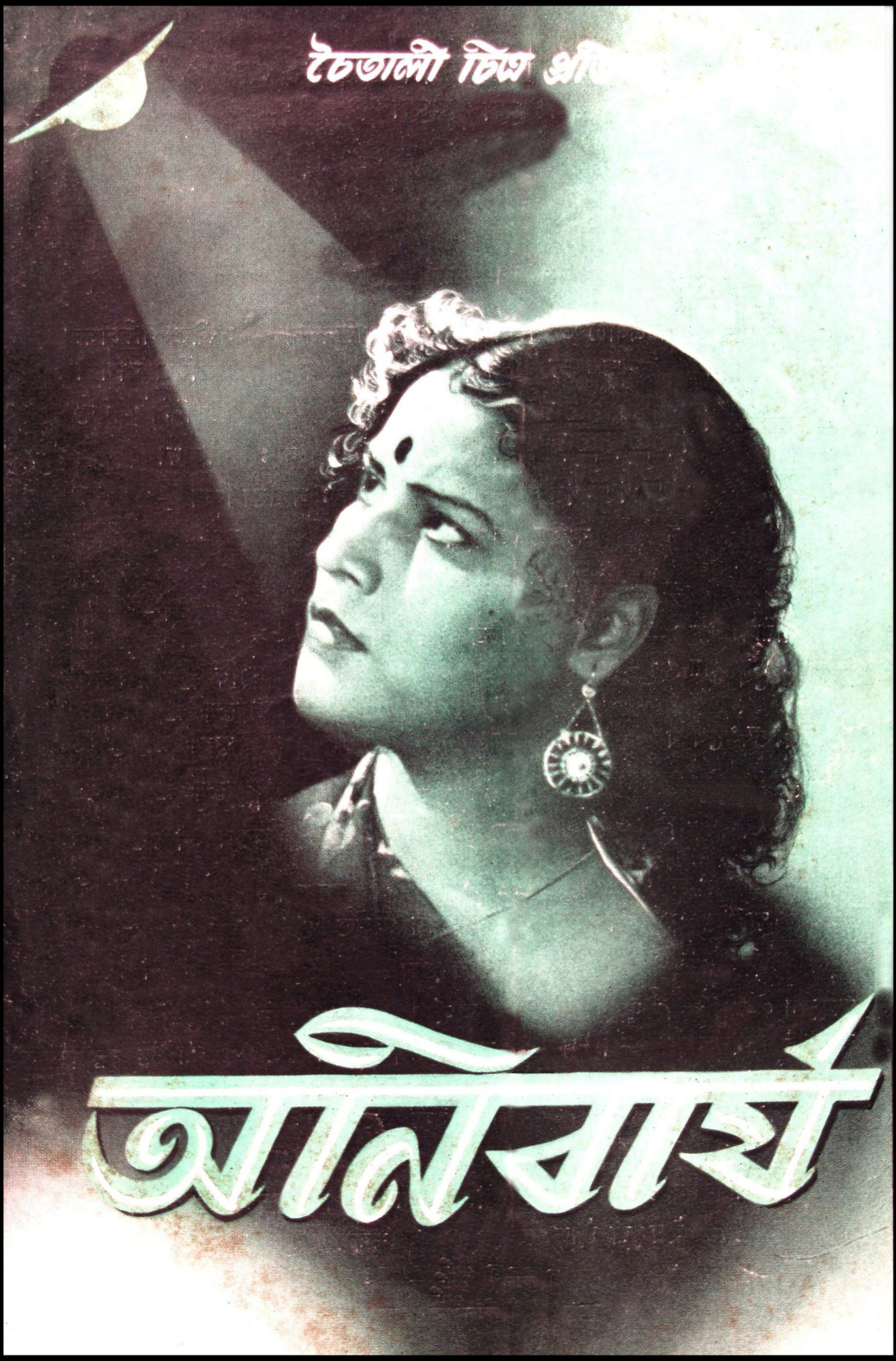

চৈতালী চিত্র প্রতিষ্ঠান লিমিটেড এর
প্রথম অবদান

অনিবার্য

কাহিনী ও সংলাপ — চিত্রনাট্য ও পরিচালনা — যুক্ত পরিচালনা — সংগীত পরিচালনা

বটকৃষ্ণ দাস • রতন চ্যাটার্জী • বিজলী সেন • অনিল বাগচী

কাহিনী পরিপ্রেক্ষণ : **মন্মথ রায়** • গীতিকার : **বটকৃষ্ণ বসু** • চিত্রশিল্পী : **বিশু চক্রবর্তী** • শিল্প নির্দেশ : **বীরেন নাগ** • সম্পাদনা : **রবীন দাস**

শব্দ ধারন : **শিশির চ্যাটার্জী** • কর্মাধ্যক্ষ : **মনীন্দ্র মিত্র**

কর্মসচিব : **সুধীর চ্যাটার্জী**

—সহকারী বৃন্দ—

পরিচালনায় : **রাজকৃষ্ণ হাজরা, বটকৃষ্ণ দাস, কার্তিক ঘোষ**

চিত্রগ্রহণে : **কে. এ. রেজা, অমিয় ঘোষ**

ব্যবস্থাপনায় : **অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই সরকার, সুরেন সাউ**

সম্পাদনায় : **মনি অধিকারী**

শব্দ ধারনে : **সুশীল বিশ্বাস**

শিল্প নির্দেশনায় : **অবিনাশ চক্রবর্তী**

সংগীতে : **সুশান্ত লাহিড়ী**

রসায়ণে : **আর বি মেহতা ও ধীরেন দাসগুপ্ত**

—রূপদানে—

অনুভা • পদ্মা • রেনুকা • রেবা • অর্পণা • বিমান • বিপিন গুপ্ত • অজিত বন্দ্যো • শিবকালী • বাণীব্রত • বেনুমিত্র • তুলসী চক্রঃ • অজিত চট্টোঃ কালী বন্দ্যোঃ • স্মরজিত চট্টোঃ • মন্মথ মুখোঃ • নগেন কুণ্ডু • সত্য মতিলাল • ক্ষিতীশ শেঠ • গোবিন্দ • অনাদি • রমেন • চিতু • ঝুনু • মাঃ মুকুল • কুমারী প্রীতিধারা ও আরো অনেকে

নৃত্য পরিকল্পনা : **কুমারী প্রীতিধারা** • আবহ সঙ্গীত : **সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা**

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে R. C. A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক :

ইষ্ট এন্ড ফিল্মস্

১৫৭বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফণিহীনা

সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার। অভাব অভিযোগ আছে, আবার হাসি হুল্লোড়ও আছে। সুখে-দুঃখে দিন যায়; কখনো মসৃণ, কখনো বা মন্থর।

বিধবা বৌদি মনোরমা, নাবালক ভাইপো শিশির, রুগ্ন ভাই সরোজ,—এই নিয়েই মনোজ সরকারের সংসার। সামান্য আশী টাকা মাইনের ষ্টেনো, তবু বোস কোম্পানীর অফিসে মনোজ সরকারের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। সম্ভবতঃ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ওর একটু-আধটু দখল আছে বলেই।

কিন্তু এই দখলটা যে শুধু 'একটু-আধটু' নয়, বরং বেশ রীতিমত—তার প্রমাণ পাওয়া গেল একদিন। অফিসের আদি কেরাণী তুলসীবাবু মনোজের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে রেঞ্জার্সের টিকিট কিনলেন। মালিক থেকে বেয়ারা,—ম্যানেজার থেকে সহকর্মী সকলেই তার শাস্ত্র দক্ষতায় মুগ্ধ হলো যখন সত্যি

সত্যিই বুড়ো কেরাণী তুলসীবাবু রেঞ্জার্সের ফার্ষ্ট প্রাইজ পেলেন। মনোজের অধীত-বিদ্যা সফল হ'লো।

...মালিক বোস সাহেবের নজর পড়লো মনোজের ওপর। শুধু নজরই নয়,—হঠাৎ খানিকটা বিশ্বাসও উপচে পড়লো,—সেই সঙ্গে কিছুটা স্নেহও। দুদিনেই মনোজ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো বোস সাহেবের কাছে।

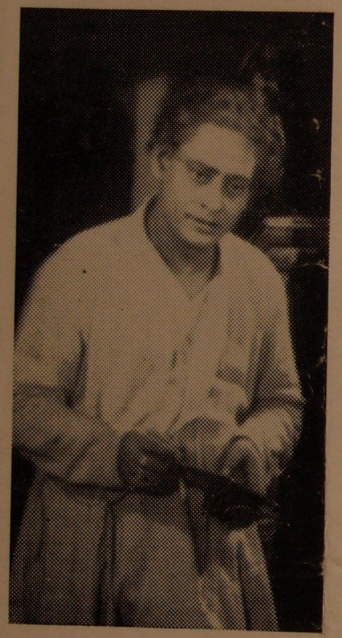

বাড়ীওয়ালা এবং অফিসের ম্যানেজার শরৎবাবুর মেয়ে মিনতির সঙ্গে মনোজের যে একটা হৃদয়ের সম্পর্ক আছে, সেটা প্রায় কারোই অজানা ছিল না। কথায় কথায় একদিন বোস সাহেবও এই ব্যাপারটা শরৎবাবুর কাছ থেকে জানতে পারলেন। আনন্দই হ'লো তার। মনোজের সঙ্গে মিনতিকে সত্যিই সুন্দর মানাবে।

নিজের অধীত-বিদ্যার চরম স্বার্থকতা দেখে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ওপর মনোজের উৎসাহ আর মনোনিবেশ দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যরকম মিলে গেলো। আত্ম-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়ে উঠলো মনোজ সরকারের।

কালস্রোত বয়ে চলেছে। যে তিনটি সংসার নিয়ে আমাদের কাহিনী, সেই তিনটি সংসারেই অনেক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হয়েছে। অনেক অশ্রুর, অনেক বেদনার মন্থন। তারপর মহাসমুদ্র যখন শান্ত হয়ে এসেছে,—তখন হঠাৎ আবার ঝড় উঠলো,—আচমকা। সমস্ত আকাশটা ভেঙে পড়তে চাইলো মাথার ওপর। একটি শুভলগ্নের পরমুহূর্তে-ই কি ভীষণ দুর্যোগ!

* * * *

মিনতি-মনোজের ফুলশয্যার রাত্রি। মিলনের মধুর আনন্দে তারা আত্মহারা,—কল্পনার রঙীন স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। মনোজের হাত টেনে নিয়ে মিনতি আজ গণনা করতে বসেছে। দয়িতার মধুর পরশ যে মুহূর্তে তাকে রোমাঞ্চিত করে তুললো,—তখনই সে আবিষ্কার করলো তার অদৃষ্ট দেবতার ক্রুর ইঙ্গিত!! তার হাতে ফুটে উঠেছে খুনের রেখা। মনোজ খুনী! খুনী হবে মনোজ!!

* * * *

ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাস ভাগ্যদ্রষ্টা মনোজকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে,—সে অজানার পথে পা বাড়ায়। তার সমাজ, সংসার, সেই স্বপ্নপুরীর সুপ্তি মাধুর্য বুঝিবা রাত্রির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মনোজ পাগলের মত ছুটে চলে।

কিন্তু যা অবধারিত—তাই অনিবার্য। বিস্ময়কর ঘটনা প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতও সে অনিবার্য পরিণতিকে রোধ করতে পারলো না।

কাকে খুন করলো মনোজ? কাকে??

★ ★ ★ ★

সঙ্গীত

মঞ্জুর গান

জানি বন্ধু জানি,
তোমার মনের কথা জানি,
তোমার আঁখির পাতায় লেখা
কোন্ সে লিপিখানি।

তোমার মনের মরা দুকূল,
কোন্ উজানে হারালো কূল,
সোনার কাঠির পরশে কার
অধর পেলো বাণী।

তোমার গানের পাখি,
শুনতে সে কোন্ কুহুর ধ্বনি
উঠলো কুহু কুহু ডাকি।

আকাশ চাহে বিজলীরে
বাঁধতে আপন বুকের নীড়ে,
জানেনা সে তারই হিয়ায়
চিরদিনের রাণী।

(২)

মিনতির গান

যৌবন যৌবনে রঙিন ফাগে
হেথা চির-বসন্ত জাগে।
হেথা চির-চৈতালী পূর্ণশশী,
খেলে দোল মিথুনের লগ্নে বসি,
দোলে তার হিন্দোলা দোলা লাগে।
এসো হে বন্ধু এস আমারই দ্বারে,
এসো চির-সাথী মোর অভিসারে।
আমি চির-চঞ্চলা চাঁপার কলি,
তুমি ফুলমালী মোর কৃষ্ণঅলি,
আমি জাগি রাধিকার অনুরাগে।

(৩)

মঞ্জুর গান

আমার এপ্রেম ভীরু কপোতীর নীড়ে
দুরু দুরু বুকে বাধিতে জানেনা বাসা,
ফাল্গুণ রাতে নীল-যমুনার তীরে
তমালের শাখে দোলেনা এ ভালবাসা।
ফুলের বাসরে মনিদীপ জ্বালি তার
মধু-মালঞ্চে হয়নিতো অভিসার,
গায়না সে গান মলয়ায় ভেসে-আসা।
আমার এ প্রেম প্রাণের নির্ঝরিণী,
আঁকাবাঁকা পথে চলে সে বাঁধন হারা
জড়ায়ে চরণে উপলের রিণি রিণি।
কুলহারা স্রোতে ঘরের মায়া সে ভোলে,
মহাজীবনের উচ্ছল গীতিরোলে,
বুকে জাগে তার শত-সাগরের ভাষা।

(৪)

রূপসী নায়িকার গান

তুমি হবে সেই ধরণীর কবি প্রিয়
সাকী হয়ে আমি রব সেথা তব সাথে
লাল-সরাবের পেয়ালাটি রমণীয়
সাথী হয়ে মোর নিশিদিন রবে হাতে।
কথার কুসুমে গেঁথে যাবে তুমি মালা,
শুধু মিলনের মন্দার মধু ঢালা,
মৃগ-কস্তুরী ঝরিবে সে মালিকাতে।
দিন চলে গেলে আসে যদি অবসাদ,
ঢেলে দেবো সুরা ফেনিল পাত্র ভরে
পাবে তুমি তায় নব-জীবনের স্বাদ।
নিয়ে যাবো সব ভয়-ভাবনার পারে,
তোমারে সে এক অচিন দেশের ধারে,
গেয়ে যাবে গান রাত জাগা জোছনাতে।

1952

—পরবর্তী আকর্ষণ—

বি. আর. প্রোডাক্‌সন্সের

অনবদ্য সমাজ-চিত্র

মীমাংসা

শ্রেষ্ঠাংশে :—

1952

প্রমীলা ত্রিবেদী • নিভাননী • রেণুকা রায় • যমুনা সিংহ

জহর গাঙ্গুলী • বিপিন মুখোপাধ্যায় • ফনী রায় • প্রভৃতি

পরিচালনা : শ্রীসঞ্জয়। সংগীত : কালিপদ সেন।

ইষ্ট-এণ্ড ফিল্মসের প্রচার সচিব শৈলেশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পরিকল্পিত, সম্পাদিত ও মুখার্জী হাউস—১৭, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
২০-এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীটস্থ এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স লিমিটেড্ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য—৵১০